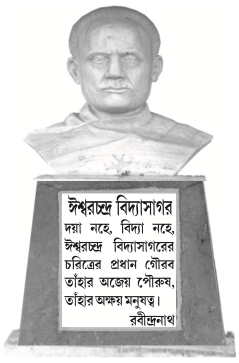

বিদ্যাসাগর দ্বিশতবার্ষিকী – নন্দন কানন উদ্‌যাপন কমিটি
Vidyasagar Bi-Centenary – Nandan Kanan Celebration Committee

বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি

VIDYASAGAR SMRITIRAKSHA SAMITY
(Regd. Under Societies Registration Act 21, 1860, Regd. No. 237/2016-17)
'NANDAN KANAN', P.O. – KARMATANR VIDYASAGAR
DIST. JAMTARA – 815 352 (JHARKHAND)
Vidyasagarkarmatanr.org
E-Mail: vidyasagarsmritirakshasamity@gmail.com, Facebook: Nandan Kanan, Karmatand

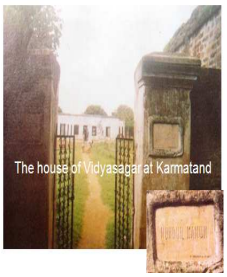

Ref.: **Date: 31.12.2017**

বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি

বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী – নন্দন কানন উদ্‌যাপন কমিটি

সম্পাদকের প্রতিবেদন

২০.১০.২০১৬ তাঃ বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতির বৈঠকে স্থির হয় যে বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হবে ও সদস্যদের নিয়ে একটি কোর কমিটি গঠন করা হয়। সারা ভারতে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব শ্রী সুনির্মল দাস (যোগাযোগ কর্তা) মহাশয়কে দেওয়া হয়। e-mail, website এবং face book (Vidyasagar 200) খোলা প্রয়োজন suggested e- mail - vidyasagarsmritirakshasamiti@gmail.com ।

এরপর ২০.০৪.২০১৭তে বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতির বৈঠক হয়। সুনির্মল দাস জানান যে গত অক্টোবর মাসের বৈঠকে তাকে ভারতের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ কর্তা হিসাবে যোগাযোগ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি জানুয়ারি ২০১৭ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০ সংস্থাকে ও বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যাপক ও অন্যান্যদের মেল ও টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করছেন।

কলকাতার যে সব সংগঠনদের চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের নিয়ে ১৮.০৩.১৭ তে বিদ্যাসাগর ফাউনডেশন, কলকাতার সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যালয়ে বৈঠক করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন, রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট, এন্ড সোশ্যাল সার্ভিসেস

৭৪বি, এ জে সি বোস রোড (চতুর্থ তল), কলিকাতা - ৭০০০১৬

ফোন - ০৩৩-২২১৭৮৫৪৫, ই মেল: vidya_f@yahoo.co.in// www.vidyasagar-foundation.org

২০১৮–২০২০ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচী রূপায়নের প্রস্তুতি সভা

১৮ ই মার্চ ২০১৭, শনিবার বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি (কর্মাটাঁড়, ঝাড়খন্ড) ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল ২০১৮–২০২০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচী রূপায়নের প্রস্তুতি সভা।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের সভাপতি অধ্যাপক আনন্দ দেব মুখার্জী, শ্যামল সেনগুপ্ত ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি এবং বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক অনুপ সরকার, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সহ অধ্যক্ষ ডাঃ দিলীপ কুমার সিংহ, সুনির্মল দাশ, আন্তর্জাতিক বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি সমিতির রাসবিহারী দত্ত, কাটিহার প্রবাসী কল্যাণ সমিতির উত্তম কুমার ব্যানার্জী, সুপ্রভাত মুখার্জী, ভাষা ও চেতনা মঞ্চের এমানুল হক প্রমুখ সহ বিদ্যাসাগর আন্দোলনের উৎসাহী সুধীমণ্ডলি। সভা পরিচালনা করেন শ্রী শ্যামল সেনগুপ্ত।

আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ সাল আধুনিক বাংলা ভাষার স্রষ্টা এবং বাংলার নবজাগরণ ও সমাজ অগ্রগমনের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী পালন শুরু হবে। আমাদের দেশ স্বাধীন হলেও প্রত্যাশিত সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার ও নারী জাতির অধিকার স্থাপন সম্ভব হয়নি। সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষের ঐক্য ধ্বংস করার প্রবণতা প্রকট হচ্ছে। ধর্মীয় সনাতনী চিন্তা ভাবনা ও কাল্পনিক কাহিনীকে বিজ্ঞানের মোড়কে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কাজে উদ্যোগ ক্রমশ বাড়ছে। মানুষের চিন্তা-চেতনাকে স্থূল রেখে ভারতীয় সমাজের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য - সৌভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহনশীলতা যা নানা ভাষা, নানা বর্ণ, নানা ধর্ম ও নানা জাতকে একত্রে রাখাতে সক্ষম, সেই ঐতিহ্যকে বিকৃত করায় মত্ত ধর্মান্ধ শক্তিসমূহ। অথচ বিদ্যাসাগর প্রায় দের'শ বছর আগে কূপমুণ্ডক, অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ এক প্রতিকুল পরিস্থিতির সামনে সাহসের সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে; চালু করেছিলেন বিজ্ঞান, আধুনিক দর্শন, গণিত, ইংরাজি ইত্যাদি পাঠ্যক্রম। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ জুড়ে থাকা নারী জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মর্যাদা নিশ্চিত ব্যতীত সমাজ উন্নত হতে পারে না তা বিদ্যাসাগর গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন এবং শুরু করেছিলেন এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। একক উদ্যোগে গড়ে তুলেছিলেন বালিকা বিদ্যালয়, বাংলা ভাষাকে দিয়েছিলেন নতুন রূপ – লিখলেন 'বর্ণপরিচয়' (১ ম) ও (২ য়) ভাগ; বিশ্বকবি যাঁকে বাংলা গদ্যের জনক হিসাবে ভূষিত করলেন। বাল্য বিবাহ রোধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে তাঁর বলিষ্ঠ ও যুক্তিনির্ভর লেখা তৎকা লীন অজ্ঞানতার কুয়াশাচ্ছন্ন সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে সমাজ পরিবর্তনের পথের দিশা দেখিয়েছিল। তাঁর দেখান ও গড়ে দেওয়া রাস্তায় ভারতীয় সমাজের প্রভূত অগ্রগতি হলেও আজও বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা গভীরভাবে অনুশীলন করা দরকার।

তাই বিদ্যাসাগরের দর্শন ও আদর্শকে ব্যাপক প্রচারের আলোয় আনার পাশাপাশি ২০২০ সালের মধ্যে সমস্ত নিরক্ষর মানুষকে অক্ষর শেখানোর কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে সংগঠনগুলির যৌথ প্রয়াসে। সভায় আগামী ২ বছরের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী আলোচনার জন্য উত্থাপন করেন অনুপ সরকার। ডাঃ দিলীপ সিংহ বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতির পরিকল্পনা উল্লেখ করে অন্যান্য রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থাকে যুক্ত করার কথা বলেন। এছাড়া উপস্থিত সংগঠনগুলি থেকে আলোচনায় অংশ নিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে একাধিক কর্মসূচী গৃহীত হয় –

১। ২০২০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করার কর্মসূচি গ্রহণ করা।
২। বিদ্যাসাগরের নামে মুদ্রা, ডাকটিকিট, ইত্যাদি প্রকাশ করা।
৩। বিদ্যাসাগর স্মৃতি জড়িত বাড়ি ও স্থানকে চিহ্নিত করে ফলক স্থাপন করা।
৪। বিদ্যাসাগরের কর্ম ও জীবন নিয়ে বই ও অ্যালবাম প্রকাশ করা।
৫। বিদ্যাসাগরের আদর্শ নিয়ে আলোচনা সভা ও পাঠচক্রের ব্যবস্থা করা।
৬। কর্মাটাঁড়ে বিদ্যাসাগর ভবন ও ব্যবহারিত আসবাব সামগ্রী সংরক্ষণ করতে হবে।
৭। বিদ্যাসাগরের নামে রিসার্চ সেন্টার ও আর্কাইভ গঠন করা।
৮। বিদ্যাসাগর নামাঙ্কিত রেলওয়ে স্টেশনে একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানোর জন্য আবেদন জানানো।
৯। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রস্তুত করা।

এই কর্মসূচিগুলি সফল রুপায়নের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে "বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটি" গঠন করতে হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্ত বঙ্গভাষীদের একত্রিত করে বিদ্যাসাগরের কর্ম ও আদর্শকে প্রচার করতে হবে। এখন থেকে এই বিষয়ে যোগাযোগ শুরু করতে হবে।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

অধ্যাপক আনন্দ দেব মুখার্জি	ডঃ দিলীপ কুমার সিংহ	অনুপ কুমার সরকার
সভাপতি	সহ অধ্যক্ষ	সম্পাদক
বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন	বিদ্যাসাগর স্মৃতি রক্ষা সমিতি	বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন

শ্রী নীতীশ ভট্টাচার্য, হাইলাকান্দি, আসাম থেকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, আমাদের আবেদনের পর তারাও এই কর্মসূচি নিয়েছেন। বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন। তিনটি জেলার মুখ্য অনুষ্ঠানে তারা আমাদের আমন্ত্রণ জানাবেন। তাঁকে তাদের প্রস্তাবগুলি পাঠাতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

তাদের মধ্যে থেকে - আন্তর্জাতিক বাংলাভাষা-সংস্কৃতি সমিতি, নিউদিল্লী, সর্বভারতীয় বাংলাভাষা মঞ্চ, কলকাতা ও বিদ্যাসাগর সোসাইটি, ঢাকা সহযোগিতা করার জন্য চিঠি দিয়েছেন।

তিনি জানান যে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কার্যালয়েও চিঠি পাঠিয়েছিলেন। ১৭ই এপ্রিল' ২০১৭তে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডা০ রঞ্জন চক্রবর্তী মহাশয়ের সচিবের থেকে মেল পেয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয় সক্রিয়ভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হতে আগ্রহী।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষা সমিতি, ঝাড়খন্ড এর সম্পাদক শ্রী গৌতম চ্যাটার্জী মহাশয়ও জানিয়েছেন, তারা এর সঙ্গে আছেন।

গত ২০.১০.□□১৬র বৈঠকে যে কোর কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের প্রত্যেককে কি কি দায়িত্ব দেওয়া হবে তা স্থির করা। তারা প্রত্যেক দুমাস অন্তর তাদের অগ্রগতির বিষয়টি লিখিত ভাবে অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতিকে মেল করবেন ও তার কপি সকলকে পাঠাবেন। প্রত্যেক দুমাস পর পর বৈঠকে তা নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে।

- বিভাগ -

  ১) বাজেট। ২) প্রচার। ৩) ফাইনান্স। ৪) সুভিনির। ৫) প্রেস ও মিডিয়া। ৬) যোগাযোগ ৭) খাওয়া দাওয়া। ৮) আবাসন ৯) অনুষ্ঠান আয়োজন ১০) কার্যালয় ১১) ট্রান্সপোর্ট
- শ্রী দাস প্রস্তাব দেন যে 'স্থানীয় প্রিন্ট মিডিয়া কমিটি'র সদস্য হিসাবে শ্রী দেবাশীষ ভারতী (জামতাড়া) ও পশ্চিম বঙ্গ থেকে 'প্রিন্ট মিডিয়া কমিটি' সদস্য হিসাবে শ্রী নারায়ণ মন্ডল, সম্পাদক, দিল্লী এক্সপ্রেস, বনগাঁ নাম অনুমোদন দেন, নামগুলি অনুমোদিত করা হয়।
- বিহার বাঙালি সমিতি ও ঝাড়খন্ড বাঙালি সমিতিকে অনুরোধ করা তারা যেন বিহার ও ঝাড়খন্ডের প্রত্যেক জেলায় বা শহরে এই বছরই অভ্যর্থনা ও কার্যকারী সমিতি গঠন করেন ও ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন ও বিশেষ করে প্রেস ও মিডিয়াকে জানান পুরো অনুষ্ঠানটি।
- Facebook: Nandan Kanan, Karmatand করা হয়েছে।

গুরুদক্ষিণা— ২০১৭ অনুষ্ঠান 'নন্দন কানন' কর্মাটাঁড়: ১-২রা এপ্রিল' ২০১৭

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মূর্তিতে মাল্যদান ও ঝাড়খন্ড সরকারের কৃষি মন্ত্রী শ্রী রণধীর সিং 'নন্দন কানন' এর সৌদর্যকরণ এর শিল্যানাস করেন।

'বিদ্যাসাগর, শিক্ষা ও নারীর অধিকার' বিষয়ে আলোচনা সভা শ্রী ভবেশ চন্দ্র দেব, সহ অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতিত্বে শুরু হয়। সমিতির সহ অধ্যক্ষ ডা০ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিন্‌হা মহাশয় সমিতির পক্ষ থেকে মুখ্যঅতিথি ও বক্তা - অধ্যাপক আনন্দ দেব মুখার্জী, প্রাক্তন উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, বিদ্যাসাগর ফাউনডেশন, কলকাতা একটি মেমেন্টো ও বস্ত্র দিয়ে স্বাগত জানান। বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশন, কলকাতার সম্পাদক শ্রী অনুপ কুমার সরকার অতিথির পরিচয় করান।

অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিশতবার্ষিকীর প্রস্তুতির প্রারম্ভিক কাজ ভাল ভাবেই শুরু হয়েছে। তবে এতে গতি আনাতে হবে। তাই আরো কিছু কর্মঠ ও সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের এই কর্মকান্ডে যোগ করা দরকার। আমাদের 'অভ্যর্থনা কমিটি' গঠন করে নেওয়া দরকার। গত বৈঠকে সদস্যদের নিয়ে কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি 'উদ্‌যাপন কমিটি'র অধ্যক্ষ হিসাবে ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার প্রাক্তন সচিব শ্রী কে. সী. সাহা, I.A.S (Retd.) মহাশয়ের নামের প্রস্তাব দেন। ডা০ সিন্‌হা তার নামের সমর্থন করেন ও সকল সদস্যরা এর অনুমোদন করেন। ডা০ সিন্‌হা বলেন যে – এই 'উদ্‌যাপন কমিটি' 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র অধীনেই কাজ করবে। 'উদ্‌যাপন কমিটি' প্রতি দুমাস অন্তর অধ্যক্ষ, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র কাছে কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পাঠাবেন। অধ্যক্ষ মহাশয় বলেন অগ্রগতির প্রতিবেদন কোর কমিটির সদস্যদের মেলে পাঠানো হবে। তারপর সদস্যদের মতামত জানার পর, প্রতিবেদনটি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে ও সহযোগী সংগঠন ও সদস্যদেরও মেলে পাঠানো হবে। বুকলেট ছাপানো হবে। ডা০ সিন্‌হা 'উদ্‌যাপন কমিটি'র নাম কি হবে তার প্রস্তাব দেন –

"বিদ্যাসাগর দ্বিশতবার্ষিকী – নন্দন কানন উদ্‌যাপন কমিটি"

সকলে এই নামের সমর্থন করেন। অধ্যক্ষ মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে 'অভ্যর্থনা কমিটি' গঠন করেন –

"বিদ্যাসাগর দ্বিশতবার্ষিকী – নন্দন কানন উদ্‌যাপন কমিটি"

অধ্যক্ষ	– শ্রী কে. সী. সাহা, I.A.S (Retd.)।
পরামর্শদাতা	- ড০ শৈবাল গুপ্ত, মেম্বার সেক্রেটারি, আদ্রী, পাটনা
সহ- অধ্যক্ষ	- শ্রী ভবেশ চন্দ্র দেব, শ্রী অরুণ কুমার বোস ও ডা০ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিন্‌হা।
সম্পাদক	- শ্রী সুনির্মল দাস।
সহ-সম্পাদক	- শ্রী বিদ্রোহ মিত্র ও দেবাশীষ মিশ্র।
কোষাধ্যক্ষ	- শ্রী সচ্চিদা নন্দ সিন্‌হা।
সদস্যগণ	- শ্রী অনুপ মুখার্জী, অধ্যক্ষ, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি, শ্রীমতী চন্দনা ভাদুড়ী, শ্রী স্বপন দাসগুপ্ত, ডা০ এন. সী. গান্ধী, শ্রী পার্থ সেনগুপ্ত, শ্রী মদন বনিক, শ্রী রঞ্জন কুমার বক্সী ও শ্রী তড়িৎ কুমার ভৌমিক।

Vice-Chancellor Vidyasagar University

Sir,

Greetings from Vidyasagar University!

Thank you for your mail dated April 11, 2017. Pertaining to that, I have been directed by the Hon'ble Vice-Chancellor, Vidyasagar University to inform you that he has conveyed his thanks to you for your proposal and the University is actively interested to be a part of the programme. Sir has sent the proposal to the Registrar, Vidyasagar University for further necessary action. The undersigned shall inform you about the outcome as and when it is finalized by the appropriate authority of the University.

With regards,

Sincerely,

Secretary to the Vice-Chancellor,
Vidyasagar University.

৩০.০৪.২০১৭তে পাটনার বিভিন্ন সংগঠনদের নিয়ে প্রথম বৈঠক সমিতি কার্যালয়, রামমোহন রায় সেমিনারীতে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে নিম্নলিখিত সংগঠনের পক্ষ থেকে সদস্যরা উপস্থিত হন।

১. অধ্যাপক মমতা দাশশর্মা, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ২. শ্রী জয় ও সোমা ব্যানার্জী, গুলজারবাগ সাংস্কৃতি পরিষদ ৩. শ্রী বিশ্বনাথ দেব ৪. সুনির্মল দাস ও ৫. শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সঞ্চারীর পক্ষ থেকে।

আজকের বৈঠকের যোগাযোগ কর্তা সুনির্মল দাস বলেন আজকে যারা এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন, তাদের বিহার বাঙালি সমিতি ও বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাই।

তিনি বলেন আজকের বৈঠকে তিনি পাটনায় ২২টি সংগঠনের সদস্যদের ই-মেল, ওয়াট্সআপ ও ফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কয়েকজন পাটনার বাইরে থাকবেন ও কাজের জন্য আসতে পারবেন না তা জানিয়েছেন। তবে এই কাজে সহযোগিতার আশ্বাস জানিয়েছেন।

On 05.05.2017 under the auspices of the VSRS, Dr. Malaysankar Bhattacharyya, Director, Indian Institute of Oriental Studies and Research, 1/83 Nellienagar, Kolkata- 700078 visited the Nandankanan accompanied by Sri Supravat Mukherjee (one of the donar of VSRS) to ascertain the renovation of the Nandan Kanan main building.
He also give a Proposal for Establishment of an ***Institution of Advanced studies in Santali Language and Literature*** at Vidyasagar (Karmatanr) in the state of Jharkhand under the auspices of the Association

১৪ই মে ২০১৭ শ্রী কে. সী. সাহা, I.A.S (Retd.), "বিদ্যাসাগর দ্বিশতবার্ষিকী – নন্দন কানন উদ্‌যাপন কমিটি"র অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন ও প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২১শে ২০১৭ কলকাতার বিভিন্ন সংগঠনদের নিয়ে "বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা"র যৌথ উদ্যোগে বৈঠক করা হয়। এতে ১১ জন উপস্থিত ছিলেন।

"বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা"র সহযোগিতায় 'বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক (রিজিওনাল) কার্যালয়' গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শ্রী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আহ্বায়ক 'বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক (রিজিওনাল) কার্যালয়'এর উদ্যোগে Director, NCERT সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।

Eminent academicians and activists like Dr. Sankar Kumar Nath, Dr. Priyambada Mahapatra, Dr. Sumita Chakravarty, Dr. Chitranekha Gupta, Dr. Asit Ghosh, Dr. Bikash Chakrabarty, Dr. Krushna Chandra Bhuiyan, Dr. Archana Banerjee, Dr. Nabanita Basu Haque, Dr. Nirupama Goswami, Prof. Purnendu Mukherjee, Prof Jyotirmay Goswami, Prof Saifullah, Prof. Prabal Bagchi, Prof. Nargis Sattar, Shri Salil Chakrabarty, Shri Gopikanta Ghosh, Shri Swapan Ganguly, Shri Chanakya Acharya, Shri Chitrabhanu Chakrabarty, Sm Anuradha Talwar, Sm Bandana Banerjee have extended their greetings to our efforts and have already consented to join the research team.

The Alumni and associates of N.C.E.R.T. Bhubaneswar desired to join the research team. We are receiving positive responses from Bangladesh too.

They suggested to probe initially on the following thirteen aspects-

1. Vidyasagar's educative process to raise above all narrowness and his grooming as a Nation builder.
2. Vidyasagar and women emancipation and his struggle for their human rights.
3. Vidyasagar and educational changes.
4. Vidyasagar as an author and as translator.
5. Vidyasagar and rational movement.
6. Vidyasagar movements crossing social and regional boundaries.
7. Vidyasagar endeavour for education, health and healthy livelihood of the downtrodden.
8. Vidyasagar and builders of Modern Odisha.
9. Vidyasagar and Karmatand.
10. Vidyasagar and the world.
11. Vidyasagar and the colonial rulers
12. Vidyasagar down memory lane.
13. Vidyasagar and Science.

Humble donation of Rs. 5000 has been contributed to Bauddha Dharmankur Sabha by Prof Nargis Sattar to meet the initial expenditure of the center.

1. Vidysagar Bi centenary celebration Research Center and Regional Office is functioning every Tuesday and Saturday between 3-7 p.m.at Bauddha Dharmankur Sabha, Kolkata 700012**.**

Interactive sessions will be held on alternate Saturdays on the papers to be placed in the ensuing Prof. Guru Charan Samanta Memorial Seminar to be held on Tuesday the 26.09.2017, auspicious birthday of Vidyasagar in collaboration with Bauddha Dharmankur Sabha.

Saturday the 12th August at 4pm at Research Center Prof Purnendu Mukherjee delivered lecture on 'Vidyasagar and Karmatnd'. Many hitherto unknown points were discussed.

Prof. Dr. Priyambada Sarkar presented the salient features of her paper 'Philosophy of education: Iswarchandra Vidyasagar' on Saturday the 26. 08. 17 at 5pm. Many hitherto unknown points were discussed.

2. Prof. Dr. Guru Charan Samanta Memorial Seminar in collaboration with Bauddha Dharmankur Sabha will be held on the auspicious birthday of Vidysagar the 26th September at 4 pm. at BDS, Kolkata 700012. Hon'ble Shri Chittatosh Mukherjee has given his kind consent to grace the occasion as President. Invitation cards for the occasion should be ready now. Vidyasagar Birth Bientenary celebration Committee will request Hon'ble V.C. Rabindra Bharati University to give replica of the Vidyasagar Diary on his homeopathy treatment at Karmatand and that of Tattwobodhini to use as exhibits at Nandan Kanan.

২৯শে জুলাই ২০১৭ 'বিদ্যাসাগর গবেষনা কেন্দ্র ও রিজিওনাল কার্যালয়' এর উদ্যোগে 'বিদ্যাসাগার তিরোধান দিবস' পালিত হয় ও গবেষণা কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়। নন্দন কানন, কর্মাটাঁড়েও তিরোধান দিবস পালিত হয়।

Vidyasagar Bicentenary Research Center and Regional Office
In collaboration with Bauddha Dharmankur Sabha, Kolkata 12

Inauguration of Vidyasagar research center and regional office of Vidyasagar bicentenary celebration committee Nandan Kanan, Karmatand in collaboration with Bauddha Dharmankur Sabha took place on 127th demise day of Vidyasagar, Saturday the 29 July, 2017, at Acharya Kripasharan Hall of Bauddha Dharmankur Sabha, 1, Buddhist Temple St. Kolkata 700012.

The presidium, comprising of Prof. Chitrarekha Gupta, Retd Head, Dept. of Archeology, University of Kolkata, Prof. Purnendu Mukherjee, one of the founders and past President of Bihar Bangla Academy, Patna, one of the founders and present President of Premchand Saratchandra Committee, Patna along with Poet and editor Hemendu Bikash Chowdhury, General Secretary of Bauddha Dharmankur Sabha asked Sm. Madhusree Chowdhury, Asst. Secy, Bauddha Dharmankur Sabha to compere.

After the inaugural song 'Kon Alotey Praner Pradip' by Prof. Dr. Archana Banerjee of Santiniketan, messages of Retd. Chief Judge Hon'ble Chittatosh Mukherjee Grandson of Sir Asutosh Mukherjee and that of Dr. (Capt.) Dilip Kumar Sinha of Patna on behalf of bicentenary celebration committee read out.

Hon'ble Chittatosh Mukherjee stated, "I feel proud and delighted understanding that a research center is going to be open by the name of Pandit Iswarchandra Vidyasagar by joint collaboration of Vidyasagar bicentenary celebration committee Nandan Kanan, Karmatand and Bauddha Dharmankur Sabha.

My expectation that our new generation particularly the student community will join the endeavour.

The life and works of Pandit Iswarchandra Vidyasagar is relevant and pathfinder for us to follow the right track."- Chittatosh Mukhopadhyay 27.7.2017 (Translated from Bangla).

Eminent rationalist Pratul Mukhopadhyay too sent message highlighting Vidyasagar's pro people stance. Md Badruddoza read out passage of Rabindranath adoration of Vidyasagar. Shri Sailen Chakravarty of Akashvani recited Rabindranath's poem on Vidyasagar admiration.

Prof Purnendu Mukherjee said the movement for people's cause can achieve desired result on consolidation and coordination of various forces with positive mental attitude. We can address present crisis arisen in the society engulfed in consumerism through proper education, health care and providing facilities for healthy livelihood for benefit of most down trodden. Vidyasagar is the pathfinder.

Sri Asit Biswas, elder brother of Saheed teacher Barun Biswas narrated how Vidyasagar became idol of the martyr. Prof Krushnachandra Bhuiyan said the exemplary relationship of Vidyasagar and builders of Modern Odisha demands discussion in detail to inspire community understanding, the call of the day.

Mrs. Papia Nag, the Headmistress of Sakhawat Memorial Govt. Girls School said the founder of her school, Mrs. Ruquiah Sakhawat Hossain had striking resemblance with the thought and works of Vidyasagar. She had a dream to eradicate all social disparities through scientific education. She is the daughter of Rural Bengal, groomed at Odisha since her marriage in teens, began her writings at Bihar and till the last moment of her life engaged to translate her dream into action providing education for most downtrodden. Recent probes reveal, she was intimate to Vidyasagar follower Brahmas in Odisha.

Prof Bikash Chakravarty referred some salient features of Vidyasagar research in future. Zahangir Alam, President of the International student community of Bardhaman University said that Bangladesh students in general are secular in spirit and eager to join the Vidyasagar movement.

Prof. Chitra Rekha Gupta said our research on Vidyasagar grooming for Nation building process should accumulate all the information and through method of elimination derive the truth for implementation in future educational policies.

Hemendu Bikash Chowdhury, General Secretary of Bauddha Dharmankur Sabha is inquisitive in making of Vidyasagar as a Nation builder. His brilliant teacher at Sanskrit College Premchandra Tarkabagish helped James Princep to read the stone inscriptions of Buddha relics. Sadhu Aghornath Gupta, a junior student of Premchandra is the pioneer author of Buddha biography apropos to his philosophy. *Vidyasagar being the pioneer to introduce secular rational curriculum in South Asia with vernacular as medium of instruction, was there any influence of Buddha in his life, works*

and thoughts? Hence Bauddha Dharmankur Sabha consider to support the research on Vidyasagar as their solemn task.

Prantosh Bandyopadhyay, convener, Research Center and Regional office informed that on th*e ensuing birthday of* Vidyasagar, Tuesday the 26 September, 2017 Inaugural seminar will be held at Bauddha Dharmankur Sabha, Kolkata 700012 on **"Karmasadhana of Santhal Community-Vidyasagar and Karmatand" as Prof Gurucharan Samanta memorial seminar,** who made extensive research on the topic. Negotiation is continuing with Alumni Association of R.I.E., Bhubaneswar to organize a seminar on **" Vidyasagar and builders of Modern Odisha" as Prof. Bishnupada Panda memorial seminar** as homage to his splendid contribution in building community understanding and original thoughts as a consultant of N.C.E.R.T. on Non Formal education.

The meeting concluded with Santhal songs having resemblance with Buddha thoughts and "Jadi Tor Dak Shune Keu Na Ashe" presented by Prof. Dr. Archana Banerjee, member, Praktani, Visva- Bharati.

Many distinguished personalities attended the meeting and assured their full cooperation for the cause.

Reported by
Prantosh Bandyopadhyay, convener, Research Center and Regional office
Vidyasagar Bicentenary Celebration Committee, Nandan Kanan, Karmatand
in collaboration with Bauddha Dharmankur Sabha, Kolkata 700012

Director, NCERT এর থেকে প্রাথমিক সম্মতি পত্র পাওয়া যায়।

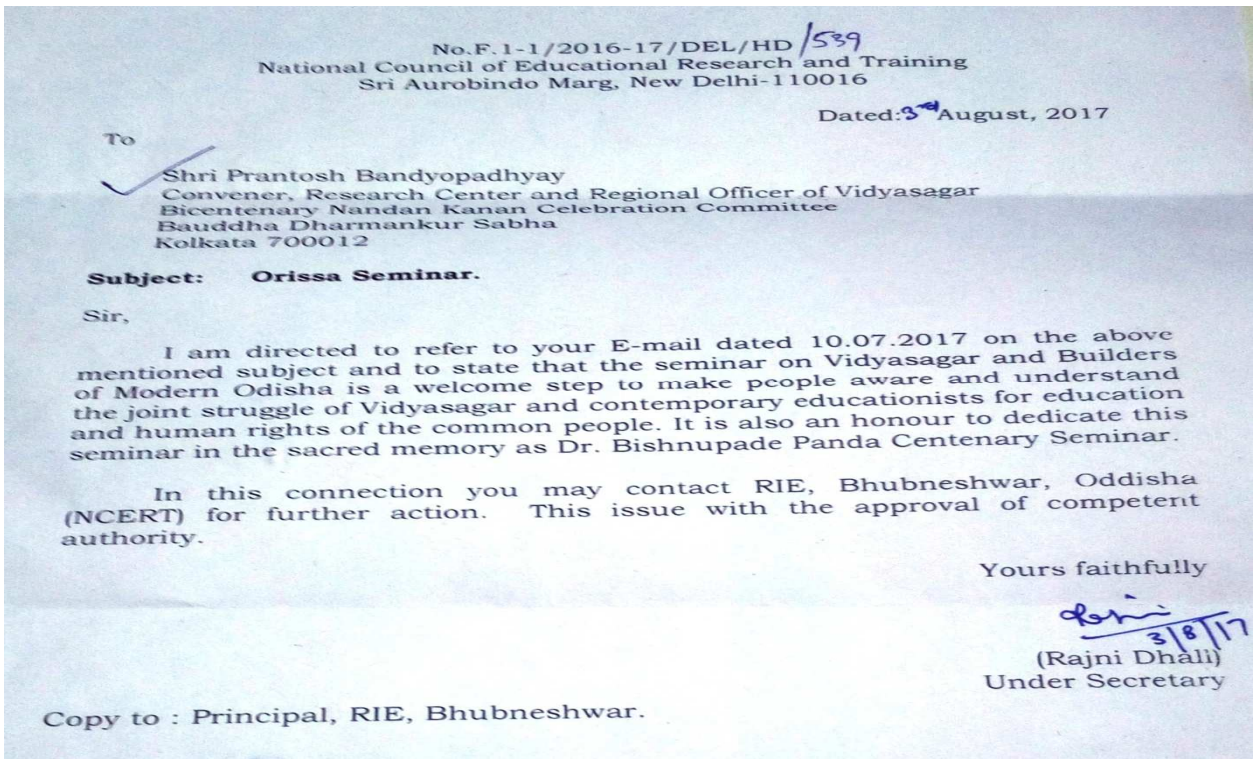

No.F.1-1/2016-17/DEL/HD/539
National Council of Educational Research and Training
Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016

Dated: 3rd August, 2017

To

Shri Prantosh Bandyopadhyay
Convener, Research Center and Regional Officer of Vidyasagar
Bicentenary Nandan Kanan Celebration Committee
Bauddha Dharmankur Sabha
Kolkata 700012

Subject: Orissa Seminar.

Sir,

I am directed to refer to your E-mail dated 10.07.2017 on the above mentioned subject and to state that the seminar on Vidyasagar and Builders of Modern Odisha is a welcome step to make people aware and understand the joint struggle of Vidyasagar and contemporary educationists for education and human rights of the common people. It is also an honour to dedicate this seminar in the sacred memory as Dr. Bishnupade Panda Centenary Seminar.

In this connection you may contact RIE, Bhubneshwar, Oddisha (NCERT) for further action. This issue with the approval of competent authority.

Yours faithfully

3/8/17
(Rajni Dhali)
Under Secretary

Copy to : Principal, RIE, Bhubneshwar.

১২ই আগস্ট অধ্যক্ষ, শ্রী কে. সী. সাহা মহাশয় 'নন্দন কানন' পরিদর্শনে যান। সেখান গিয়ে তিনি ডি. সি., জামতাড়ার সঙ্গেও দেখা করেন ও নন্দন কানন কমিটির কয়েকজন সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন ও বৈঠক করেন।

Celebration Committee delegation team comprising of Vice Chairman, Dr. (Capt.) Dilip Kumar Sinha, Secretary, Sunirmal Das and Sri Pranotosh Bandhopandhyay reached Bhubaneswar to launch the **Vidyasagar** movement at N.C.E.R.T institution on 'Vidyasagar and the builders of Modern Odisha'. Friday the 18th August, 2017 meeting at Bhubaneswar with Principal, Dean and Alumni

Leaders decided that Vidysagar Bicentenary celebration Committee in collaboration with Regional Institute of Education, Bhubaneswar N.C.E.R.T. and R.I.E. Alumni Association jointly organize at Bhubaneswar Dr. Bisnupada Panda Centenary Memorial Seminar on "Vidyasagar and Builders of Modern Odisha" in a date around 20 January 2018, suitable for Hon'ble Director N.C.E.R.T. to inaugurate. Shri Nabeen Patnaik, Hon'ble Chief Minister will be requested to grace the occasion as Chief Guest. The Institute, Alumni Association and Celebration Committee will approach to both the distinguished personalities for the purpose. Because of the help of Sri Pranab Kumar Nag, Railway reservation was possible.

Sunirmal Das, Secretary on behalf of the Celebration Committee presented a book "Jagajjoti" 'Centenary Tribute to Chitracharya Upendra Maharathi' a publication of Bauddha Dharmankur Sabha, Kolkata to Prof. P. C. Agarwal, Pricipal, Regional Institute of Education, Bhubaneswar and Prof. Pramathesh Das, President, R.I.E. Alumni Association.

৩রা সেপ্টেম্বর 'বিহার হেরাল্ড'স্থিত কার্যালয় (ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা – ৮০০ ০০১) বৈঠকে হয়। রবীন্দ্র পরিষদ সহ কয়েকটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তার সম্ভাষণে 'নন্দন কানন' সম্ভন্ধে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেন – তার প্রস্তাব

১) 'নন্দন কানন'কে 'শান্তিনিকেতন' এর মতন গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন। যেমন শান্তিনিকেতনে অনেক মানুষ যান, 'নন্দন কানন'কেও তেমন ভাবে গড়ে তুলে হবে, যেখানে সারা বছর ধরে মানুষ আসবেন।

২) 'বিদ্যাসাগর প্রদর্শশালা' (Vidyasagar Museum) গড়ে তোলা। এর জন্য এক লক্ষ টাকার বিশেষ ফান্ড গড়ে তোলার প্রস্তাব রাখেন। এ বিষয়ে তিনি শান্তিনিকেতনের কলা ভবন ও 'বিদ্যাসাগর' নিয়ে যেসব সংগঠন কাজ করছেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই কাজ যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়, তার জন্য সচেষ্ট হওয়ার অনুরোধ জানান। তিনি ২০ হাজার টাকা দেবেন তার ঘোষণা করেন।

৩) 'বিদ্যাসাগর পাঠকেন্দ্র' গঠন করা। এর জন্য অবসর প্রাপ্ত কিছু শিক্ষিক-শিক্ষিকাকে এইকাজে যোগদান করাতে হবে। যাঁরা স্থানীয় স্কুলে গিয়ে, বিদ্যাসাগর ও তাঁর আদর্শ ও কাজ সম্ভন্ধে আলোচনা, কুইজ, রচনা, ডিবেট, অঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অবগত করানো।

৪) প্রচারের জন্য বাংলা ও হিন্দিতে প্রচার পত্র তৈরি করা। হিন্দি প্রচার পত্র তৈরি করার দায়িত্ব নেন ডা০ মধুমিতা মুখার্জী। বাংলা করবেন শ্রী সুনির্মল দাশ।

৫) গ্রন্থাগার গড়ে তোলা।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা, বিদ্যুৎ পাল, উৎপল দাশ, ডা০ মমতা দাসশর্মা, ডাপ মধুমিতা মুখার্জী, সদানন্দ মুখার্জী ও শৈবাল গুপ্ত। শৈবাল গুপ্ত বলেন যে এই বিরাট ও মহত কাজ ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে বড় ভাবে করানো সম্ভব না। তাই এই কাজে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে যোগ করার প্রস্তাব রাখেন। তিনি বলেন বিশেষ কাজে দিল্লী যাচ্ছেন ও মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হলে, তাকে এই বিষয়ে অবগত করাবেন।

শ্রী বিদ্যুৎ পাল বলেন যে বিদ্যাসাগরের মহাশয়ের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে পেনটিং করাতে সময় লাগবে। ফেক্স ব্যানার বানিয়ে 'নন্দন কানন' এ 'বিদ্যাসাগর প্রদর্শশালা' (Vidyasagar Museum) কম সময়ে শুরু করানো যেতে পারে।

রবীন্দ্র পরিষদ, পাটনার পক্ষ থেকে শ্রী সন্দীপ রায় মহাশয় বলেন যে এই কাজে তারা সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। যারা এখনও পর্যন্ত নন্দন কানন, কর্ঙাটাঁড় যাননি তাদের অনুরোধ করা হয়, একবার সেখানে গিয়ে স্থানটি দেখে আসতে।

উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে শ্রী রঘুবর দাস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খন্ডকে 'মুখ্য অভিভাবক উদ্‌যাপন কমিটি (Chief Guardian of Celebration Committee) ও শ্রী নীতীশ কুমার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিহার, শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ও শ্রী নবীন পট্টনায়েক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উড়িস্যাকে অভিভাবক উদ্‌যাপন কমিটি (Guardian of Celebration Committee)' পদ অলঙ্কার করার আমন্ত্রণ জানানো হবে।

সুনির্মল দাস জানান যে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে পত্র দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছে যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'হোমিওপ্যাথী ডাইরি' ও তত্ববোধিনী পত্রিকা'র রেপলিকা দেওয়ার জন্য।

'বিদ্যাসাগর প্রদর্শশালা' (Vidyasagar Museum) গড়ে তোলার 'বিদ্যাসাগর সংক্রান্ত' জিনিস কোথায় কি পাওয়া যেতে পারে, সে জন্য কলকাতা, বীরসিংহ গ্রামে যাওয়া দরকার।

১০।০৯।২০১৭ তাঃ এ 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র নামে ব্যাঙ্ক একাউন্ট, সেস্ট ব্যাঙ্ক ও ইন্ডিয়া, কর্মাটাঁড় এ খোলা হয়েছে। VIDYASAGAR SMIRITIRAKSHA SAMITY (A/C No 37155083919 (IFS Code – SBIN0002959, State Bank of India, Karmatanr Branch, Jamtara)
যে কোন অনুদান এই একাউন্টে পাঠানো যেতে পারে।

রসিদ বইও ছাপা হয়ে গেছে।

কমিটির খসড়া নিয়মাবলী ও সদস্যতা ফর্ম বানানো হয়েছে।

শ্রী শৈবাল গুপ্ত মহাশয় (কমিটির পরামর্শ দাতা) দিল্লী থেকে ফিরে অধ্যক্ষ মহাশয় ও ডা০ সিন্‌হাকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনার বিষয়ে অবগত করান। আলোচনা সদর্থক হয়েছে বলে শ্রী গুপ্ত তাদের জানান। আলোচনার ভিত্তিতে 'আদ্রী', পাটনার প্যাডে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহাশয়কে এ বিষয়ে ১১.০৯.২০১৭তে পত্র দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী কে. সী. সাহা মহাশয় 'বিদ্যাসাগর প্রদর্শশালা' (Vidyasagar Museum) গড়ে তোলার জন্য ২০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর কমিটির অধ্যক্ষ শ্রী কে. সী. সাহা মহাশয় শান্তিনিকেতনে যান ও কলা ভবনের আধিকারিকদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে পেনটিং করানোর বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে "নন্দনকাননে আমগাছ লাগিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর" নিয়ে শ্রী সুশান্ত বণিক মহাশয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি বছরে তিনটে অনুষ্ঠান করে তার উল্লেখ আছে।

১৮-১৯ সেপ্টেম্বর শ্রী সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা ও দেবাশীষ মিশ্র কলকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি, বিদ্যাসাগর কলেজ ও 'বাদুর বাগান' (যেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় থাকতেন) এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে খোঁজ নিতে যান।

২০ সেপ্টেম্বর 'বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়', মেদনিপুর এর আমন্ত্রণে 'বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন' সম্ভন্ধে আলোচনার জন্য কমিটির সদস্য ডা০ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিন্‌হা, সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা ও দেবাশীষ

মিশ্র মেদনিপুর যান ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন ও বিস্তারিত ভাবে দুই সংগঠনের কার্যসূচীর বিষয়ে আলোচনা হয়।

কমিটির প্রস্তাব অনুসারে উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেদনিপুর কার্যালয় থেকে Academic Advisory Council Member এর সদস্যতা গ্রহণ করার বিষয়ে ২২.০৯.২০১৭ তাঃ পত্র দিয়ে সম্মতি পাঠিয়েছেন।

Proceedings of the meeting with the Vidyasagar Smritiraksha Samity, Karmatanr (Vidyasagar Bi-Centenary Celebration Committee) held on 20 September 2017.

The meeting was held on 20 September 2017, along with the members of Vidyasagar Smritiraksha Samity, Karmatanr at 01:30 PM in Surya Sen Sabhakaksha, Vidyasagar University.

Members present:

Vidyasagar University –

1) Prof. Ranjan Chakrabarti, Hon'ble Vice Chancellor (President)
2) Prof. Damodar Mishra, Dean of Arts & Commerce (Actg.), Member
3) Prof. Sibaji Pratim Basu, Member
4) Dr. Jayanta Kishore Nandi, Registrar, Member
5) Dr. Soudeep Kr. Sau, Special Officer, Member

Members of Vidyasagar Smritiraksha Samity, Karmatanr –

1) Dr. Dilip Kumar Sinha, Vice Chairman (9835021064)
2) Haradhan Karak (03222-261318)
3) Debasish Mishra (9546166159)
4) Sachchida Nanda Sinha (9006765551)

The Hon'ble Vice Chancellor was in the Chair.
At the very outset the Vice Chancellor welcomed the members of Vidyasagar Smritiraksha Samity, Karmatanr and thanked them for travelling a long for attending the meeting.
The Vice Chancellor also pointed out that Vidyasagar University has also constituted a Vidyasagar Bi-Centenary Celebration Committee and the committee met twice to discuss the proposals of Vidyasagar Smritiraksha Samity, Karmatanr and has also decided to line up a numbers of year long program to celebrate the occasion.

1. The Hon'ble Vice Chancellor also suggested that Seminars / Workshops / Lectures on Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar could be held at Vidyasagar University as well as at Karmatanr in collaboration with the Vidyasagar Smritiraksha Samity.

2. Dr. Dilip Kr. Singh, the Vice President of the Vidyasagar Smritiraksha Samity, Karmatanr sought the intellectual guidance from Vidyasagar University to organise the proposed museum and various programmes at Karmatanr.

3. The Hon'ble Vice-Chancellor endorsed this idea and hoped that such activities would have an enduring effect to protect the memories and propagate his ideals. He proposed to appoint some research scholars for this purpose.

4. The Hon'ble Vice-Chancellor recommended the names of Sri Pranab Mukherjee, former President of India, Prof. Arun Nag and VC, Sanskriti University to Smritiraksha Samity, Karmatanr, who are well-versed in the life and letters of Vidyasagar.

5. Sri Debasish Mishra, member of Vidyasagar Smritiraksha Samity, requested the Hon'ble V.C. to write a short and compressive biography of Vidyasagar in Santali language for them. The Hon'ble Vice-Chancellor assured them that University will provide necessary assistance.

6. The Hon'ble Vice-Chancellor suggested them to contact with the Government of Bihir, West Bengal, Orissa, Jharkhand and also with the Central Government for different kinds of help.

7. The Hon'ble Vice-Chancellor assured them that in the month of October / November 2017, the members of Vidyasagar University will visit to Karmatanr.

8. Next meeting will be held whenever they will come to University.

At the end, the Hon'ble Vice-Chancellor presented a copy of "Vidyasagar Rachanabali" First Part of First Volume to Dr. Dilip Kumar Sinha, Vice Chairman of the Vidyasagar Smritiraksha Samity as a gift from Vidyasagar University.

Later, it was unanimously resolved that –

1. To organize a daylong seminar on Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar – the seminar may be divided into two half in which, in the 1st half eminent speaker may deliver the "Vidyasagar Memorial Lecture" and on the 2nd half may be treated as a seminar with 2/3 speakers.

2. After Puja Vacation, the date will be fixed for Karmatanr visit.

The meeting ended with thanks to and from the chair.

২০.০৯.২০১৭ তাঃ এ বিদ্যাসাগর স্মরণ সমিতি, মেদনীপুর এর সদস্যদের সঙ্গে চেম্বার অফ কমার্স ভবন, মেদনীপুর সভাগারে কমিটির সদস্যগণ ডা০ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিন্‌হা, সচ্চিদানন্দ সিন্‌হা ও দেবাশীষ মিশ্র বৈঠক করেন।

২১.০৯.২০১৭ তাহ এ শ্রী রাম বাহাদুর রাই, Chairman, Board of Trustrees, Indira Gandhi National Centre for the Arts, New Delhi কে Museum তৈরি করিয়ে দেওয়ার আবেদন পত্র পাঠানো হয়েছে।

২২.০৯.২০১৭ তাঃ এ অধ্যাপক আশীষ কুমার সিন্‌হা, অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মধুপুর কলেজ, মধুপুর পাবলিক স্কুলে গিয়ে 'বিদ্যাসাগর পাঠচক্র' এর শুভ সূচনা করেন ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর নিয়ে আলোচনা করেন ও পরে আরেকদিন গিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গ নিয়ে প্রতিযোগিতা করান ও পুরস্কার দেন।

বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কার্যালয়

২৬ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৮ তম জন্মদিনে, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার যৌথ উদ্যোগে (বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১২ বৌবাজার থানা সংলগ্ন ভবনে) "বিদ্যাসাগর ও কার্মাটাঁড়" বিষয়ে 'অধ্যাপক গুরুচরণ সামন্ত স্মারক আলোচনা' সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

উদ্বোধন করেন সূর্য্যসেন স্ট্রীট মিত্র ইনিস্টট্যুশনের মহান শহিদ শিক্ষক বরুণ বিশ্বাসের পিতা জগদীশচন্দ্র বিশ্বাস। উদ্বোধনী সঙ্গীত করেন জ্যোতির্ময় গোস্বামী। স্বাগত জানান বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সহ সম্পাদক মধুশ্রী চৌধুরীর পরিচালনায় সাংস্কৃতিক শৈলীতে অতিথি বরণ করেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার শিল্পীবৃন্দ। 'বিদ্যাসাগর ও চিকিৎসাভাবনা' বিষয়ে বলেন ডাঃ শংকরকুমার নাথ। "কার্মাটাঁড়ে নন্দন কানন ইতিবৃত্ত" সুললিত বর্ণনা দেন ডাঃ (ক্যাপ্টেন) দিলীপকুমার সিনহা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত 'বিদ্যাসাগরের ডায়েরি' বিষয়ে বলেন ইন্দ্রাণী ঘোষ। "কার্মাটাঁড়ে প্রান্তিক মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবিকার উন্নয়নে বিদ্যাসাগরের অবদান" বিষয়ে অনুসন্ধানের বিবরণ দেন পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতনের ডঃ অর্চনা ব্যানার্জী "সাঁওতাল জীবনে কর্মসংস্কৃতি" পরিচিতি দিলেন অভীক ব্যানার্জীর সঙ্গীত ও রুবী মান্ডির নৃত্য সহযোগে।

প্রতিবেদক - শ্রী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আহ্বায়ক, বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা
এই অনুষ্ঠানের জন্য ডা০ (ক্যাপ্টেন) দিলীপ কুমার সিন্‌হা ২০,০০০ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেন।

২৬ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৯৮ তম জন্মদিনে, 'বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র পক্ষ থেকে তাঁর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বব্যাপী (২০১৮-২০) যে অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে, বিহার বাঙালি সমিতি সমস্তিপুর শাখা ও দুর্গাপুজো কমিটির যৌথ উদ্যোগে, হাতে তার শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা, বর্ণপরিচয়ের ওপর ছন্দনৃত্য এবং তাঁর জীবন নিয়ে একটি কুইজ কম্পিটিশনের আয়োজন হয়। সমস্তিপুরের সমস্ত বাঙালি এতে যোগদান করেন। এমন কি একটি অবাঙালি মেয়েও এতে অংশগ্রহণ করে। বিদ্যাসাগরের জীবনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করা হয়।

নির্দেশনায় – শ্রীমতী জয়তী দাশ ও ডা০ সুপ্রিয় মুখার্জী।

২৬.০৯.২০১৭ তাঃ এ 'বিদ্যাসাগর শরৎচন্দ্র অ্যাকাডেমি, কলকাতা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট, পূর্ব মেদনীপুর থেকে দ্বিশতবর্ষব্যাপী কর্মসূচি পালনের যে উদ্যোগ কমিটি নিয়েছে, তার জন্য দুসংগঠনই আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ও আশা প্রকাশ করেছেন যে – আমাদের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনয়ের মধ্য দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন ও সংগ্রাম ও তাঁর আদর্শ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তাদের এই সহযোগিতার জন্য পত্র দিয়ে সম্মতি জানানো হয়েছে।

৯.১০.২০১৭ তাঃ উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষ থেকে শ্রী রঘুবর দাস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ঝাড়খন্ডকে 'মুখ্য অভিভাবক উদ্‌যাপন কমিটি (Chief Guardian of Celebration Committee) ও শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ ও শ্রী নবীন পট্টনায়েক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উড়িস্যাকে 'অভিভাবক উদ্‌যাপন কমিটি (Guardian of Celebration Committee)' পদ অলঙ্কার করার আমন্ত্রণ পত্র মেল ও চিঠির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

১৩.১০.২০১৭ তাঃ এ শ্রী নীতীশ কুমার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বিহারকেও 'অভিভাবক উদ্‌যাপন কমিটি (Guardian of Celebration Committee)' পদ অলঙ্কার করার আমন্ত্রণ পত্র মেল ও চিঠির মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিহার, সচিবালয় থেকে মেল আসে তারা আমাদের মেলকে সেক্রেটারি, আর্ট এন্ড কালচারকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

১৫ই অক্টোবর ২০১৭ রবিবার, ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা – ৮০০ ০০১, স্থিত 'Dr. Pijush Gupta Office' at Bank Road, Patna – 800 001) উদ্‌য়াপন কমিটির বৈঠক আয়োজিত হয়।
জাস্টিস সদানন্দ মুখার্জী ৫০০০হাজার টাক অনুদান দিয়েছেন।

১২ নভেম্বর ২০১৭ তে All India Bengalee Association (AIBA)র পাটনাতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সভার মঞ্চ থেকে সকল সদস্য সংগঠনদের বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের (২০১৮-২০২০) আহ্বান জানানো হয়।

বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কার্যালয়

বীরসিংহ গ্রাম থেকে বালক ঈশ্বরচন্দ্র পদব্রজে নভেম্বর ১৮২৮ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর হন। বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্রর সঙ্গে যুক্ত শিক্ষাবিদেরা নভেম্বরে 'ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষালাভের তাৎপর্য্য' বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফুর্ত অভিমতে বিদ্যাসাগর চেতনার প্রাসঙ্গিকতা জেগে ওঠে। বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ঊর্জা ইমামের মতে 'মাতৃভাষায়, শিক্ষা নিতে হবে। শিক্ষা নিয়ে দেশের দুঃখ দূর করতে হবে'। বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রী শ্রমণা চক্রবর্তী বলে,'বিশ্ব হতে জ্ঞান অর্জন করলেও নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বর্জন করা চলবেনা'। চিত্তরঞ্জন কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাসাগরের বাড়ি দেখানো হয়। অয়ন্তিকা ঘোষের মন্তব্য, বিদ্যাসাগর চেতনা সঞ্চারের জন্য ঐ বাড়িতে যথাযথ প্রদর্শনী রাখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা চিত্তরঞ্জন কলেজে নিজেদের উদ্যোগে বিদ্যাসাগর ভাবনায় অভিনয় করে। সংলাপে শৌভিক সর্দার বলে,'বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ জীবন ও সমাজের অভিশাপ। রাজাপ্রসাদ বলে, বিদ্যাসাগর চেতনায় আলোকিত রোকেয়া বস্তীবাসীনী এমনকি পতিতা কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে, বিদ্যাসাগরের স্বপ্ন পূর্ণ করেন। 'শিক্ষা সকলের জন্য' ঘোষণা করেও, সেকালের সামাজিক বাধায় তিনি ভদ্রসমাজে সীমাবদ্ধ ছিলেন। লাভপুর সত্যনারায়ন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মেঘনা ব্যানার্জীর ধারণা, বিদ্যাসাগর-রোকেয়া চর্চায় ছাত্র-ছাত্রীরা যুক্তির আলোকে সিদ্ধান্ত নিতে শিখবে। ভোগমোহ মুক্ত হয়ে সমাজকল্যাণে ব্রতী হবে। সব স্কুলে বিদ্যাসাগর-রোকেয়া দিবস পালনের জন্য ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদপ্তরে লিখিত অনুরোধ করেছেন।
সলিল চক্রবর্তীর পরামর্শে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষালাভের তাৎপর্য্য' বিষয়ে আলোচনার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। তিনি এই গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রধান স্থপতি। বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্রে পাঠচক্র গড়তে অমূল্য গ্রন্থরাজি সংগ্রহ করেছেন। বিগত ১৩ অক্টোবর তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান হয়। নির্লোভ, নির্মোহ, আত্মপ্রচারবিমুখ সলিল চক্রবর্তী তাঁর মধুর ব্যক্তিত্বের জন্য পরিচিত সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন গ্রন্থপ্রেমিক ও সঙ্গীত গবেষক। অসংখ্য গ্রন্থকার ও সঙ্গীত শিক্ষক ও শিল্পী তাঁর অকাতর সাহায্য পেয়েছেন। তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক দলের আদর্শের গভীর আস্থা ছিল। আত্মকেন্দ্রিক, গোষ্ঠী সংকীর্ণতামুক্ত সংগ্রামী মানুষটি দলমত নির্বিশেষে নিপীড়িত মানুষের স্বার্থরক্ষায় সকল কর্মে সহায়তা যুগিয়ে শুভবোধ সঞ্চার

করতেন। বিদ্যাসাগরের প্রেরণা পুরুষ ডেভিড হেয়ার ও তাঁর অসমাপ্ত কাজ পূরণে সমর্পিত শিক্ষাব্রতী রোকেয়ার সমাধি রক্ষায় অমূল্য সহায়তা দিয়েছেন। বিশ্বে রোকেয়া চেতনা প্রসারে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্রর সাফল্য ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা।

৩০ নভেম্বর,'১৭ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, কলকাতা-১২ তে 'ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষালাভের তাৎপর্য্য' বিষয়ে সলিল চক্রবর্তী স্মারক আলোচনা' হয়। সভাপতি ছিলেন সর্বজনবরেন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিশেষ অতিথি মাননীয় সাংসদ অধ্যাপক ডাঃ মুমতাজ সংঘমিতা।

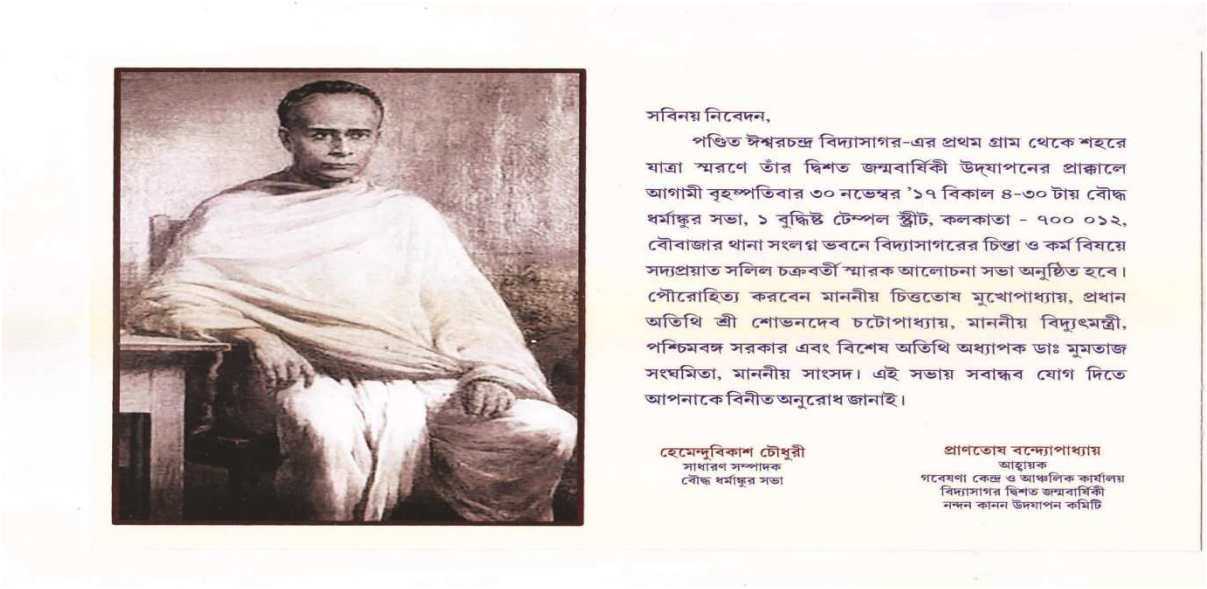

সবিনয় নিবেদন,

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর প্রথম গ্রাম থেকে শহরে যাত্রা স্মরণে তাঁর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রাক্কালে আগামী বৃহস্পতিবার ৩০ নভেম্বর '১৭ বিকাল ৪-৩০ টায় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১ বুদ্ধিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০১২, বৌবাজার থানা সংলগ্ন ভবনে বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্ম বিষয়ে সদ্যপ্রয়াত সলিল চক্রবর্তী স্মারক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। পৌরোহিত্য করবেন মাননীয় চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি শ্রী শোভনদেব চটোপাধ্যায়, মাননীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিশেষ অতিথি অধ্যাপক ডাঃ মুমতাজ সংঘমিতা, মাননীয় সাংসদ। এই সভায় সবান্ধব যোগ দিতে আপনাকে বিনীত অনুরোধ জানাই।

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী
সাধারণ সম্পাদক
বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা

প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
আহ্বায়ক
গবেষণা কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কার্যালয়
বিদ্যাসাগর দ্বিশত জন্মবার্ষিকী
নন্দন কানন উদযাপন কমিটি

বিদ্যাসাগর গবেষণা কেন্দ্র প্রস্তুতিপর্বের সফল সমাপ্তি হয়েছে। এই সাফল্য ও দৌর্বল্যের শিক্ষায় 'বিদ্যাসাগর প্রাক দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপন' কর্মসূচি রূপায়ণ সুশৃঙ্খল হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

প্রতিবেদক - শ্রী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আহ্বায়ক, বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা

৬.১২.১৭ তে শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য, সম্পাদক, রামমোহন লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম, ২৬৭, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা—৭০০ ০০৯ সঙ্গে পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি নিয়ে ও বিদ্যাসাগর সম্ভন্ধে একটি আলোচনাসভা করার বিষয়ে বৈঠক করা হয়। এ বিষয়ে তাদের প্রাথমিক সম্মতি জানিয়েছেন। তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

১০।১২।১৭তে শ্রী অসীম সরকার, সম্পাদক, দেশপ্রিয় ক্লাব, রাঁচি ও সম্পাদক, ঝাড়খন্ড বাঙালি সমিতি, রাঁচি শাখার সহযোগিতায় ১০ই ডিসেম্বর ১৭ (রবিবার) বিকেলে 'দেশপ্রিয় ক্লাব' এর সদস্যদের সঙ্গে

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্ভন্ধে আলোচনা হয়। তারও উদ্‌যাপন করবেন বলে জানালেন।

১১.১২.১৭ তাং এ 'ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরী'র সম্পাদক শ্রী সিতাঙ্ক সেন (বাবলুদার) সঙ্গেও বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন সম্ভন্ধে আলোচনা করা হয়।

শ্রী জ্যোতির্ময় চৌধুরী, পৃষ্ঠপোষক, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি ও সভাপতি, 'ইউনিয়ন ক্লাব ও লাইব্রেরী' মহাশয়ের সঙ্গেও টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। তিনি এ বিষয়ে রাঁচিতে জানুয়ারি মাসে একটি বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন।

১৪.১২.১৭তে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টিম 'নন্দন কানন' পরিদর্শনে আসেন।
Visit of officials from vidyasagar University to Nandankanan on 14/12/2017. The officials visited are:
1. Dr. J. K. Nandi, Registrar; 2. Dr. Damodar Mishra, Dean (Arts): Dr. Shivaji Pratim Basu, Professor-Political Science & 4. Dr. Soumik Sau, Special Officer.
In course of discussion they appriciated our proposals for opening of a musium and a library. They assured to arrange as many books as possible on Vidyasagar.
They are also thinking of constructing an Open Stage (Mukta Mancha), subject to approval of the appropriate authority of the university.
They have provided 09articles to Sri Debasish Mishra, who was also present, for publication in Souvenir.
They have proposed to install as marble plaque inscribing the period of stay of Vidyasagar at Nandankanan, subject to our approval.
The Vice chancellor could not visit due to illness.

শ্রী প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, আহ্বায়ক, বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতার মাসিক টেলিফোন বাবদ খরচ (প্রায় ৬০০টাকা)কে উদযাপন কমিটি তাঁর সহযোগিতারাশি হিসাবে গণ্য করছে।
কলকাতা গবেষণা কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে সেখানকার অফিসের কাজের দেখাশোনা এবার থেকে শ্রী পল্লব গোস্বামী মহাশয় করবেন। তাঁর এই সহযোগিতার জন্য উদযাপন কমিটি তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

রামমোহন লাইব্রেরী ও ফ্রী রিডিং রুম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতার সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনাসভা করার আলোচনা চলছে ও এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

বিদ্যাসাগর পাঠচক্র

মহামনস্বী বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর কর্ম ও জীবনের আদর্শ ও প্রাসঙ্গিকতাকে আজকের জীবনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার জন্য বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী – নন্দন কানন উদ্‌যাপন কমিটির প্রস্তাবিত পাঠচক্রের নির্দেশিকা—

কমিটি সারা ভারতে ও বিদেশে বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে ও করছে। তাদের সহযোগিতায় ও আলোচনার ভিত্তিতে সেখানকার 'বিদ্যাসাগর পাঠচক্র' এর জন্য আহ্বায়ক মনোনীত করবে।

আহ্বায়কের দায়িত্ব:-

১) অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিদ্যাসাগর মনস্ক ব্যক্তিদের সূচি বানানো ও তাদের "বিদ্যাসাগর" মহাশয়ের আদর্শ ও কর্মজীবন ও বিশেষ করে 'বিদ্যাসাগর ও কর্মাটাঁড়' ও আগামী কর্মসূচি সম্বন্ধে অবগত করানো ।
২) স্থানীয় বিদ্যালয় ও কলেজের সূচি বানিয়ে জোন বা ইউনিটে ভাগ করা, তাদের যোগাযোগ নং, ই-মেল যোগাড় করা।
৩) প্রত্যেক জোন বা ইউনিটগুলির দেখা শোনা করার জন্য দুই বা তিন জনের কমিটি গঠন ।
৪) বিদ্যালয়-প্রধান এবং সহযোগিদের সঙ্গে বিদ্যাসাগর এর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একাধিক বৈঠক |
৫) ছাত্রদের সঙ্গে ছোট অথচ মনোজ্ঞ আলোচনা-চক্রের ব্যবস্থা করা এবং আজকের দিনে মানুষ বিদ্যাসাগরকে জানা যে নিতান্তই প্রয়োজন, এই সত্যটি ফুটিয়ে তোলা।
৬) ছাত্রদের মধ্যে প্রবন্ধ, ডিবেট, আঁকা ও কুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।
৭) এইসব অনুষ্ঠানগুলি আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়া।
৮) প্রতিভাগীদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।
৯) ২০১৯-২০২০ মধ্যে জেলাস্তরে, রাজ্যস্তরে ও সর্বভারতীয়স্তরে প্রতিযোগিতা করানো।
১০) "Karmatar ke Vidyasagar" (In Hindi) ও অনান্য রচনার সাহায্য নেওয়া।

বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষের মাধ্যমে আমাদের আত্মকেন্দ্রিক জীবনশৈলীকে 'মানব মুখিন' করে তোলার জন্য সমবেত প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত রেখে, যুব সম্প্রদায়কে দায়বদ্ধ করে, তোলাই হলো 'বিদ্যাসাগর পাঠচক্র'-এর একমাত্র উদ্দেশ্য |

আসুন, পাঠচক্রের চাকাকে লক্ষ্যপথে ধাবিত করার জন্য আমরা সংঘবদ্ধ হই |

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নিম্নলিখিত কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে –

১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আদর্শকে প্রচার করা।

২) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে গবেষণা কেন্দ্র (Research Centre) আর্কাইভ (Archive) গঠন করা।

৩) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে পাঠকেন্দ্র শুরু করা।

৪) শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অবদান সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের অবগত করানোর জন্য প্রতি বর্ষ '২৬শে সেপ্টেম্বর'কে "বিদ্যাসাগর দিবস" হিসাবে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর কর্ম ও আদর্শ নিয়ে আলোচনাসভা, ডিবেট, রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করার মাধ্যমে পালন করানো।

৫) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি জড়িত বাড়ী ও স্থানকে চিহ্নিত করে ফলক স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া।

৬) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামে মুদ্রা, ডাকটিকিট প্রকাশ করানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ ও ফ্রাস্টডে কভার (First Day Cover) বের করা।

৭) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্ম ও জীবনী নিয়ে বই ও অ্যালবাম প্রকাশ করা।

৮) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটি Documentary Film তৈরি করা।

৯) বিদ্যাসাগর রেল স্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা বড় পূর্ণাবয়ব স্ট্যাচু (Statue) বসানো।

১০) বিদ্যাসাগর রেল স্টেশনকে মডেল রেল স্টেশন হিসাবে উন্নত করা।

১১) "বিদ্যাসাগর" মহাশয়ের নামে একটি ট্রেনের নামকরণ করার জন্য রেল মন্ত্রালয়ের কাছে আবেদন জানানো।

১২) বিদ্যাসাগর স্মৃতিজড়িত স্থানে বিদ্যাসাগর মেলা, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনমূলক ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার (কুইজ, রচনা, ডিবেট ও অন্যান্য) আয়োজন করা।

১৩) প্রচার পুস্তিকা (বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি, ওড়িয়া ও সাঁওতালী ভাষায়) প্রকাশ করে প্রচার প্রসার করা।

১৪) ২৬শে সেম্পেম্বর ২০১৭ 'বিদ্যাসাগর চেতনা যাত্রা' নন্দন কানন থেকে বীরসিংহ গ্রাম, কলকাতা হয়ে নন্দন কানন এ ফিরে আসা।

১৫) ২৬শে সেম্পেম্বর ২০১৮ তে নিজের শহর ও গ্রামে 'পদযাত্রা' মাধ্যমে বিদ্যাসাগর দ্বিশতজন্মবার্ষিকীর সূচনা করা।

নন্দন কানন, কর্মাটাঁড়, বিদ্যাসাগরে ২০১৮-২০২১ এর অনুষ্ঠান করা হবে।

(১) ২৬ শে সেপ্টেম্বর—২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ - বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মদিবস পালন।

(২) ২৯শে মার্চ * - ২০১৯, ২০২০, ২০২১ - 'গুরুদক্ষিণা' অনুষ্ঠান

(* ১৯৭৪ সালে এইদিন 'নন্দন কানন' পরিসরটি অবিভক্ত বিহার বাঙালি সমিতি কর্তৃক ক্রয় করা হয়েছিল)।

(সুনির্মল দাশ)

সম্পাদক, বিদ্যাসাগর স্মৃতিরক্ষা সমিতি